আমোদ

শ্রীরসময় লাহা

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঁঙার দ্বারা মুদ্রিত ও

১২৭ নং কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট্ হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০ সাল।

কবিবর

শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র M. A. C. S.

মহোদয় লিখিত

ভূমিকা।

নিরানন্দ বঙ্গদেশে, যিনি হাসাইতে পারেন তিনি মহৎ উপকার সাধন করেন। হাস্য যে শুধু ক্ষণিক আমোদের অভিব্যক্তি, তাহা নহে। হাস্যে শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সরসতা, নৈতিক বল অবস্থান করে। Sartus Resartusএ কার্লাইল বলেন,— A man who has once wholly and heartily laughed can never be irreclaimably bad. হাস্যরসের বিশ্লেষণ, বা তাহার উপদানগুলি পৃথগ্‌-ভাবে প্রদর্শন, এ ভূমিকার উদ্দেশ্য নহে। ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে, সাহিত্যে ইহার স্বতন্ত্র ও উচ্চ স্থান আছে। কিন্তু সকল লেখকের হাস্যরস অবতারণার শক্তি নাই; কেহ কেহ বা ইহাকে কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বা কৃপার চক্ষে দেখেন। অধিকাংশ লেখা

কাঁদাইতে যত ব্যগ্র, হাসাইতে তত নহে। ব্রাহ্ম-সংগীতের মত গম্ভীর সাজিবার ইচ্ছা বোধ হয় অনেকেরই। তবে গম্ভীর না হইলে যে গভীর হয় না তাহা ত নয়ই ; পরন্তু গম্ভীরতার অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়াসে হাস্যেরই উদ্দীপনা করে।

পুরাতন বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস ছিল। জীবনের সমগ্রতা লইয়া কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ তাঁহাদের বিষয়ের অবতারণা করিতেন। হাস্য মনুষ্যজীবনের একাংশ,—একটি প্রধান অংশ ; কেন না মনুষ্যেতর প্রাণীগণের মধ্যে অথবা সভ্যতায় হীনাবস্থ কোন কোন মনুষ্যজাতির মধ্যে, হাস্য প্রকট নহে। সুতরাং সমগ্র জীবন সমন্বিত কাব্যে হাস্যরস থাকিবারই কথা। কিন্তু সে হাস্যরস জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয় ; তাহারই একাংশ। কোন বিশেষ কল্পিত ঘটনার সমাবেশের উপর কোন বিশেষ মানসিক ভাবের উপর, কোন বিশেষ বাক্য বিন্যাসের উপর যে হাস্যরস নির্ভর করে তাহা সাহিত্যের evolution এর পরিচয় দেয়। সমগ্রতা হইতে বিশেষত্বের অভিব্যক্তিই evolution, সামাজিক অথবা নৈতিক বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী অসামঞ্জস্য এই বিশেষত্বের সহায়তা করে। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর জীবন এই অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। তাহারই ফলে দ্বিজুবাবুর বিখ্যাত

"হাসির-গান"। তাহারই ফলে রসময়বাবুর "ছাইভস্ম," "আরাম," ও "আমোদ"।

বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে দ্বিজেন্দ্র লাল রায় আর এ জগতে নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ ও অনাবিল হাস্যরস একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। গদ্যে অধ্যাপক ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও পদ্যে রসময় বাবু এখনও পাঠকবর্গকে হাসাইতেছেন। সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলনে রসময় বাবুর রচনা প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন। এবং অক্ষয় বাবুর প্রশংসা যে সে প্রশংসা নয়। হাস্যের অবতারণা অনেক কারণে ও অনেক উপায় ও প্রণালীতে হইতে পারে। তাহার বিশ্লেষণ এখানে আবশ্যক নয়। তবে এ কথা বলা যাইতে পারে যে রসময় বাবুর হাস্য দুই সীমান্ত মধ্যে বিচরণ করে। কতকগুলি কবিতায় হাস্য অশ্রুর রূপান্তর। কতকগুলিতে হাস্য কেবল হাস্যই,—ছদ্মবেশ নাই। এই দুই সীমান্তের মধ্যে কতকগুলি নিছক ব্যঙ্গ। কতকগুলির ভিতর pathos অন্তর্নিহিত। কোন্ কোন্ কবিতা কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া উপযুক্ত বিবেচনা করি না।

রসময় বাবুর ভাষার একটি প্রধান গুণ,—সরলতা। হাস্যরসপ্রধান রচনার ইহা একটি অতি

আবশ্যকীয় গুণ। হাস্যকবিতা বুঝিতে যদি ভাষ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে হাস্য কাতরতায় পরিণত হয়। অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া আমি অকপটে ও উচ্চে হাসিয়াছি। শুধু ভাষায় নয়, ঘটনার সমাবেশ'ও সরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে জটিলতার লেশমাত্র নাই,—"থাট্টা" কি "পায়স" তাহা বুঝিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। প্রচ্ছন্ন "আধ্যাত্মিকতা"র প্রয়াস তাঁহার একেবারেই নাই ;— পাঠকগণের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

"আমোদে" হাসির কবিতা ছাড়া আরও অন্য শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা আছে। সে গুলিরও প্রধান গুণ সরলতা ও শব্দলালিত্য। সে প্রকারের কবিতা "ছাইভস্ম", "আরাম" ও "পুষ্পাঞ্জলিতে" আছে। কতকগুলি অপ্রকাশিত কবিতাও কবির মুখে শুনিয়াছি। ভাল লাগিয়াছে।

ভরসা করি রসময় বাবুর বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিকল্পে চেষ্টা "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" হইবে না।

কলিকাতা,
১লা আশ্বিন ১৩২০ সাল।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সূচী

* এই কবিতাগুলি মাত্রিক (syllabic) ছন্দে লিখিত।

উপহার

কবিবর

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল

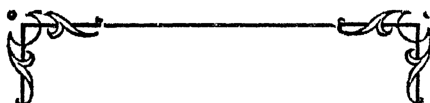
পরমাত্মীয়েষু—

এ আমোদ দিনু তোমারই করে ;
কেন ?—দিই বলে'—
দুধের পিপাসা মেটে যদি, সখা,
আমার এ 'ঘোলে'।

মুখবন্ধ

দুধ হ'ল গুরুপাক দইটা বিষম ভারী,
সব চেয়ে লঘু ঘোল, বড়ই সে উপকারী ।
এ মহৎ গুণ তার কেহ না জানিত দেশে,
এখন বিলাত হ'তে এ তত্ত্ব হাজির এসে !
তাই চলিয়াছে ঘোল, —ক্রোষ্টুদের এক রোল,—
কি অসুখে, কিবা সুখে, সবাই খাওয়ান ঘোল।
দেহে কি মানসে আর সে পুষ্টি, সে বীর্য্য নাই ;
লোভটুকু জাগে শুধু, কাজেই সুপথ্য চাই।

দেশ কাল পাত্র হেরি', ধরি' মহাজন পথ,
পূর্ণ করিবারে ভাই তোমাদের মনোরথ,
আমদানীর দুধ-দই সুচারু মন্থন করি'
ঘোলটি এনেছি মাত্র এ **আমোদ**-পাত্র ভরি',
পিয়ে পাবে পরিতোষ, ফুটিবে হাসির রোল,
না হয়, মাথায় ঢেলো,—কার?—বেধে গেল গোল।



যাচ্চে বটে টানাটানি—

অসুখ ?—বার মাস-ই

তবু, শুভ বর্ষের দিনে

এস খানিক হাসি—

হো—হো - হো!

আনন্দ রহো।



আমোদ

"বুদ্ধি কি তব হইতেছে ঢেঁকি,
রোচে না যে মুখে—করিয়াছ এ কি !
কেমন করিয়া খাই বল দেখি
যত বাসি লুচি ?"

কহিলা প্রেয়সী মুখে মধু হাসি—
"যেমন করিয়া উপরোধে গ্রাসি
জড় করা তব রাজ্যের বাসি
কবিতা অরুচি !"

* * * * *

"এ কি প্রিয়তমে, করেছ কি রোষ ?
মিছে দিয়েছিনু বুদ্ধির দোষ,
মুছে ফেল মনঃক্লেশ ;
বাসি লুচিগুলো রসেতে ডুবায়ে
খাইতে লাগিল বেশ !"

"বইখানা তব হইতে যে সূচী
যত পড়িতেছি বাড়িতেছে রুচি,
এত গুণ ধর পেটে !
অথবা তোমার নামের দাপটে
অরুচি যেতেছে কেটে ?"

"জ্বালায়ো না আর, নিয়ে এস পাণ,
রেখে ভ্রূভঙ্গি মান-অভিমান
তোমার শ্লেষ ও রঙ্গ ;"

"বইখানা আগে করি সমাপন,
কেন কর রসভঙ্গ ?"

আলেখ্য বনাম কটাক্ষ

স্বামী

দেখ এসে, হৃদয়রাণী,
এঁকেছি এ ছবিখানি—
তোমার সজীব মূর্ত্তি ;
কিবা আনন, কিবা নাসা,
—পরিপূর্ণ শুভ আশা,—
পাচ্চ তুমিই স্ফূর্ত্তি।

স্ত্রী

বিষম তফাৎ—ওতে আমায়,
বুঝে দেখ—তোমার কথায়
ও কি দেবে কাণ ?
দু'ঘণ্টা চেঁচালে—তবু,
আমার কাছে পাবে, প্রভু,
জলখাবার ও পাণ।

স্বামী

হের, প্রিয়ে, স্নিগ্ধ দৃষ্টি
ছড়িয়ে দিয়ে সুধাবৃষ্টি,
জাগায় প্রসন্নতা ;
অরুণ ওষ্ঠ-অধরপুটে,
তরুণ হাসি উঠ্‌ছে ফুটে—
চারু বিদ্যুল্লতা।

স্ত্রী

ও যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য আমি,
ওরে নিয়ে থাক স্বামী,
বেঁধে প্রেমের ফ্রেমে ,
বিদায় এখন, হৃদয়-রাজন্,
জ্বলে' পুড়ে যাচ্চে উনন্,
চল্লেম নীচে নেমে।

ছেলে

১

আয় রে সোণার বাছা আমার,
রাখি বুকে চেপে ;
পরশে তোর হরষে মোর
হৃদয় ওঠে কেঁপে ।

২

ঠোঁটটি রাঙা, ভাঙা-ভাঙা
আধ-আধ বাণী ;
নয়নযুগল নীলোৎপল,
মধুর ও মুখখানি ।

৩

ভালবাসি তোমার হাসি
কি অমিয় ধারা !
ও চাঁদমুখে চুমি সুখে
হ'য়ে আপন-হারা।

৪

কিবা তোমার কোমল আকার
ঢেউ খেলান চুল ;
হৃদয় সরল, মানস বিমল,
রংটি চাঁপা ফুল।

৫

নাইক তোমার, পর আপনার,
যাও সবারি কোলে ;
দোলে সোণার দুলাল আমার,
মাণিক আমার দোলে।

মেয়ে

১

মেয়েটি আমার সোণার বরণ,
কোহিনুর-আভা গায়,
বচনে তাহার হয় বরিষণ
মাণিক—না গণা যায়।

২

মুকুতা-দশন করে ঝক্‌ঝক্‌,
পদ্মরাগ গাল দু'টি ;
আঁখি নীলকান্ত, চাহনি হীরক-
জ্যোতিঃ বাহিরায় ফুটি'।

৩

প্রবাল-অধরে রজতের হাসি
গলে' পড়ে, মরে' যাই ;
এ হেন রতন দেখ খুঁজে আসি,
কুবের ভাণ্ডারে নাই।

৪

সাক্ষাৎ কমলা এ কুমারী মোর,
কোথা পাবে এত দামী ?
আছে কার হেন সাধনার জোর,
হবে এ মেয়ের স্বামী।

৫

দেছি উপমার সেরা অলঙ্কার
ভরিয়া বাছার গায়,
কাহার বাপের সাধ্য আছে আর
বিবাহেতে টাকা চায় ?

দিদির বর

১

দিদি – দিদি–-এই যে দিদি !
উল্‌টে দিয়ে বিধির বিধি,
ভালয় আরো ভাল করে'
কে পরালে সাজ ?
আস্‌বে না হয় আস্‌বে দিদি,
বরটি তোমার আজ !

২

তোমার শোভা কলায় কলায়,
গোলাপে আর রং কে ফলায় ?
তুষার-কোলে উষার হাসি –
জলুস্ সোণার সাঁজ ;
তার উপরে গয়না পরে'
বাড়াও কেন ঝাঁজ ?

৩

আস্‌বে যে বর পূর্ণচন্দ্র,
জানি না তার ভাল মন্দ,
তবু কেমন হয় আনন্দ
তার নামেতে আজ ;
এসে যে জন হবেন তোমার
হৃদয়-অধিরাজ।

৪

বাজনা ঐ যে যাচ্চে শোনা,
আলো যে আর যায় না গণা,
লোক জনের কি আনাগোনা—
ফেলে সকল কাজ ;
চতুর্দ্দোলায় বর এসেছে
মাথায় মোহন তাজ

৫

'বর এসেছে'—'বর এসেছে'
আনন্দে ঘর ভরে' গেছে,
ভরা কলসী ঢেলে দেছে—
সদর দুয়ার-মাঝ ;
সভার মাঝে বর বসেছে
আলো করে' আজ।

৬

আমরা কি আর করব, দিদি,
সুখসাগরে ভাস্‌ছে হৃদি,
তোমার নয়ন নত কেন—
কিসের এত লাজ ?
সবাই মিলে ঘরে তুলে
বর আনিগে আজ।

দিদির বিয়ে

বাজ্‌ছে সানাই, বড়ই মিষ্টি—
চার্‌ দিকেতে ফুলের বৃষ্টি,
আজ্‌কে দিদির বিয়ে ;
এসেছে বর কি ফুট্‌ ফুটে
দেখ্‌বি সবাই আয় রে ছুটে
উলুধ্বনি দিয়ে।

দেখ্‌তে ভাল বরটি দিদির,
সুবোধ, সুশীল, শান্ত, সুধীর,
কচ্চে সভা আলো ;
নিয়ে এস ছাঁদ্‌লাতলায়,
মাথায় তুলে বরণডালায়,
ধুৎরাপ্রদীপ জ্বালো।

আমোদ

এত হাসি—আমোদরাশি—
কে আজিকে বিলায় আসি ?
—অজানা এক পর ! -
কোথা থেকে এলেন ছুটে—
সবার আদর লুটে পুটে
হলেন দিদির বর !

বস, প্রিয়, রাখ টোপর,
তোমায় নিয়ে জাগ্‌ব বাসর,
পরকে আপন করে'—
ভালবাসার অত্যাচারে,
জ্বালিয়ে তুল্‌ব একেবারে
তোমার কাণটি ধরে' ।

গলায় দিব ফুলের মালা,
বাজ্‌বে ভাষার মধুর জ্বালা,
সুরের ভাঁজে ভাঁজে ;
বুঝ্‌বে পরে পরিষ্কার
জায়া হচ্চেন কর্ণধার
এ সংসার মাঝে ।

শুভদৃষ্টি

হে বরেণ্য, তব গলে দিলা যে মালিকা,
প্রকৃতির ক্ষুদ্র ছবি সে চারু বালিকা ;
ব্রীড়ানত নেত্র তার ভেদিয়া অন্তরে—
ঢাল শুভদৃষ্টি—হেরিবে সে হৃদি-স্তরে
স্নেহ-কুঞ্জ, প্রীতি-বাস, ভক্তি-স্রোতস্বতী,
প্রেমোৎস,—তুষিতে তোমা'—স্নিগ্ধজ্ঞানজ্যোতিঃ।

শুচিস্মিতে, হের তব সম্মুখে সুধীর,
সুযোগ্য তরুণ সুত—জনমভূমির,—
উৎসুক হৃদয়ে চাহি' তব নতাননে ;
সাহসে নয়ন তুলি' প্রথম দর্শনে,—
পতির এ শুভদৃষ্টি লও হৃদি ভরি' ;
সে আরাধ্য দেবমূর্ত্তি আঁক চিত্ত'পরি।

সমীরিত বেদমন্ত্র—ঋত্বিক্‌বচন—
তোমায় এ মহাব্রতে করিছে বরণ—
এ শুক্ল নিশায়, শুভে, দুকূলে ভূষণে,
সীমন্তে সিন্দূর ধরি' স্পর্শি' হুতাশনে,
প্রবেশ' সংসারাশ্রমে ; পতির আত্মায়
হও আত্মহারা—স্মরি' সাবিত্রী সীতায়।

হে দম্পতি, হের এই কিরীট-তুষারা,
বক্ষে প্রবাহিত যাঁর গঙ্গামৃতধারা,
যোগায় যাঁহার পাদ্য, উল্লাসে অর্ণব,
যাঁহার শ্যামাঙ্কে সবে পুষ্ট আশৈশব,
সেই অন্নপূর্ণাদেবী—বঙ্গজননীরে,
নম ভক্তিভরে দোঁহে—অবনত শিরে।

প্রহেলিকা

প্রথমা সখী

সখী একটু সরে' আয়—
বল্‌ব কথা কাণে কাণে,
বুঝ্‌বি সখী প্রাণে প্রাণে,
কার তরে এ হৃদয়-জ্বালা ?
হৃদয় কারে চায়—
তার বাব্‌রি কাটা চুল,
অরুণ কবির তরুণ ছবি
বলে' হয় যে ভুল !—

দ্বিতীয়া সখী

ভাব্‌ছ তোমার হৃদয়হার
করবে বুঝি তায় ?

প্রথমা সখী

ছিল বকুলতলায় বসে',
হ'ল পুষ্পবৃষ্টি—শুভদৃষ্টি,
কোকিল কুহু ঘোষে ;
ফেল্‌তে পলক, উড়িয়ে অলক
কোথায় গেল হায় !

দ্বিতীয়া সখী

বুঝ্‌তে বুঝি নার্‌লে, সখী,
দেব কি দেবী তায় ?

প্রথমা সখী

জ্বালাস্‌নে সই বুঝিস্‌ না কি ?
সে যে আমার হৃদয়পাখী—
কখন্ পাব তায় ?—

দ্বিতীয়া সখী

মালা বদল কাল্‌কে রাতে
হয়েছে তার আমার সাথে—

প্রথমা সখী (হতাশ ভাবে)

কে আছ গো ধর ধর—
বুক যে ফেটে যায় !

শাসন

হাসিয়া বসিলে তার পাশে আমি,
সে যদি সরোষে চায় ?
জানাব তখনি আমি তার স্বামী
—কুসুম-বীজন যায়।

ওঠে যদি তাহে সহসা ফুকারি'
চমকি' কিশোরী বালা -
ফাঁস টেনে দিব গলায় তাহারি,
—দোলায়ে মুকুতামালা।

তথাপি যদি সে ফেলি' মৃদু শ্বাস,
মূরছিয়া পড়ে ধীরে ;
গলায় জড়ায়ে তার বাহুপাশ,
—ঢালিব গোলাপশিরে।

কাঁপে যদি তার প্রবাল-অধরে—
মৃদু হাসি—সুধা ঢালা ;
দিব যে বাঁধন তার দু'টি করে,
—দু'গাছি হীরার বালা ।

সে যদি সহসা হইয়ে বিমুখ.
বসে ঘোর অভিমানে ;
শাসিব তখনি ধরিয়া চিবুক,
— কুণ্ডল পরায়ে কাণে ।

সে যদি আনন ঘোমটায় ঘেরি',
ফিরে যায় করে' ছল ;
পায়ে দিব তার চার গাছা বেড়ি
—ডায়মন কাটা মল ।

সাতপাক ঘুরে বেঁধেছে সে মোরে
আমি কি ছাড়িব তারে ?—
নিয়ত রাখিব সোহাগের ডোরে
বাঁধি হৃদি-কারাগারে ।

বিপদ।

তখন নিশীথ ; বিনিদ্র রমেশ
পার্শ্বে জায়া নিদ্রামগ্ন ;
সহসা রমেশ উঠিলা চমকি'
পদে কি হইল লগ্ন।
"কমল" "কমল" করিল চীৎকার
রমেশ বিশুষ্কতালু ;
উঠে ব্যস্ত হয়ে অর্দ্ধঘুম ঘোরে
কমলিনী আলুথালু।
"কি হ'ল তোমার" সুধা'ল কমল ;
রমেশ কহিল, "পায়—
ঠেকিল যে বিছে, ঝাটা এনে তুমি
মার ওই বিছানায়।
শীঘ্র মার ঝাঁটা যেন না পলায়
পালঙ্কে পায়ের দিকে ;
খুজে দেশলাই জ্বালিতেছি আমি
হিচ্ কক ল্যাম্পটিকে।"

কমলের ঝাঁটা উঠিছে পড়িছে
অন্ধকারে বিছানায় ;
হেনকালে উহা 'চড়াৎ' করিয়া
মেঝেতে পড়িয়া যায়।
'বুঝি বা পালাল''—কহিল রমেশ,
আলোক জ্বালিয়া ঘরে, --
''কমল তোমার লক্ষ্য কিছু নাই—''
হতাশ বিহ্বল স্বরে।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া উত্তরিলা বালা,
দূরে ফেলে দিয়ে ঝাঁটা ; --
''লক্ষ্য নাই মোর ? যাই বলিহারি !''
রমেশ ভয়েতে কাঁটা।
''দেখিছ না চেয়ে, চেন ছড়াটাকে
বিছে ভেবে করে' ভুল,
এ দুপুর রাতে ঘটালে প্রমাদ,
বাধাইলে হুলস্থূল !''

অন্ধ কে ?

প্রদীপ হস্তে অন্ধ রমণী,
পথের আঁধার নাশি,
আপনার মনে চলেছে আপনি,
উজলিছে রূপরাশি।

নিরখি' পান্থ বিস্মিত মনে
সুধা'ল কোমল স্বরে—
আঁখিহীন তুমি, যদি, স্মিতাননে,
প্রদীপ কেন ও করে ?"

"চক্ষু যাদের আছে"—কহে নারী
"তাদেরি তরে এ বাতি,—
গায়ে পড়ে কেহ যদি না নেহারি,
যখন আঁধার রাতি।"

আলাপ

মহিমান্বিত হে পুরুষবর,
কহ তব কিবা নাম ?
"এ চির-অধীনে দয়া করে' সবে
ডাকে বলি'—**ফেলারাম**।"

কোন্ উন্নত-প্রাসাদ-মাঝারে
গৌরবে করেন বাস ?
"ডোবাটার ধারে ভাঙ্গা কুঁড়েখানি,
থাকি দুখে বার মাস।"

তরুণী জায়ার প্রেমে আপনার
আমোদে কাটিছে দিন ?
"সে বুড়ী মাগীটা দিন রাত ধরে'
খক্ খক্ কেসে ক্ষীণ।"

দিয়ে কতগুলি সুধী সন্তানে
বিধাতা করিলা সুখী ?
"দুরন্ত দুটো গাধা ছেলে, আর—
মেয়ে এক পেঁচামুখী।"

জব্দ কে ?

দুপুর রাতে আসছেন প্রিয়া, পাচ্চি মলের শব্দ,
দাঁড়াও—আজকে কর্‌ব তারে একটুখানি জব্দ ।
আস্‌ছেন প্রিয়া মনের সুখে নিমন্ত্রণ খেয়ে,
আমি কিনা রাতটা জাগি কড়ির পানে চেয়ে !
এই যে দ্বারে দিচ্চেন ঠেলা—
"ওগো দরজা খোল।"
কে তুমি গা এত রাত্রে—নাম কি তোমার বল ?
"দরজা খোল, কাঁপ্‌চি শীতে, রাখ এখন রঙ্গ।"
লেপের বখ্‌রা দিতেম তোমায়, হ'লে অন্তরঙ্গ ।
"আমি তোমার হৃদয়নিধি, বুঝ্‌লে আমার স্বামী ?"
এত রাত্রে সে আসে না, বিশেষ জানি আমি ।
"দরজা খোল—মিছে কেন কর্চ্চ বাড়াবাড়ি ?"
হাত জোড়া গো, ফিরে দেখ—দেখ অন্য বাড়ী ।
"খুল্‌বে না দ্বার ? মর্‌ব তবে কূয়ায় দিয়ে ডুব ?"
আমার কি তা ? ইচ্ছা হয় ত মর্‌তে পার খুব ।

হঠাৎ শুন্‌লেম কূপের মাঝে ভীষণ জলের শব্দ ;
জব্দ কর্‌তে গিয়ে বুঝি হলেম নিজেই জব্দ ।

তাড়াতাড়ি পড়্‌লেম উঠে—এলোথেলো বাস,
দরজা খুলে গেলাম ছুটে -ভেবে সর্ব্বনাশ।
কূপের ধারে গিয়ে দেখি, মস্ত গুঁড়ি কাঠ—
ভাস্‌ছে জলে!—প্রিয়া আমার কতই জানেন ঠাট!

ফিরে দেখি—যা ভেবেছি—ঘরের দুয়ার বন্ধ,
প্রিয়া আমার শয্যাশায়ী! ফন্দিটি নয় মন্দ!

কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দিলাম ঠেলা!—
"ওগো দরজা খোল--"
কে তুমি গা এত রাত্রে নাম কি তোমার বল?
"দরজা খোল, কাঁপ্‌চি শীতে, রাখ এখন রঙ্গ।"
লেপের বখ্‌রা দিতেম তোমায় হ'লে অন্তরঙ্গ।
"তোমার অনুগত স্বামী, বুঝ্‌লে হৃদয়রাণী?"
এত রাত্রে ঘরে আসা স্বভাব নয় তাঁর জানি।
"দরজা খোল, কাজ কি মিছে করে বাড়াবাড়ি?"
হাত-জোড়া যে ফিরে দেখ—অন্য কারুর বাড়ী।
"হার মেনেছি তোমার কাছে, কোরো না আর জব্দ।"
(বাঁচা গেল! ঐ যে শুন্‌ছি দরজা খোলার শব্দ।)

প্রিয়া

(রূপে)

১

মোমের মতন দেহের গঠন
আমার সোণার বধূ,
দেবীর প্রতিমা মানবী-আকারে
হৃদি-ভরা প্রীতি-মধু !

২

ঢল ঢল্ ঢল ঢালা কুতূহল
অধর, কপোল, নাসা ;
দাঁড়া'লে সমুখে প্রেম-মাখা মুখে,
জেগে উঠে শত আশা ।

৩

চরণ-বিভঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ
খেলে যায় কত রঙ্গে ;
আমি স্বামী—তবু খাই হাবু ডুবু
পড়ি যবে সে তরঙ্গে ।

(গুণে)

৪

শুনা'লে প্রিয়ায় পুরাণের কথা,
ফেলেন দীরঘ শ্বাস ;
প্রেমের কাহিনী শুনা'লে তাহারে,
হাসেন মুচকি হাস।

৫

ঘরের কাজের কথাটি তুলিলে,
হাই উঠে অগণন ,
খরচ কমের নামটি করিলে
ঘুমে হন্ অচেতন।

৬

গহনার কথা কহিলে অমনি
তাড়াতাড়ি উঠি' প্রিয়ে,—
কতই সোহাগে গলাটি জড়ায়ে
শুনেন মনটি দিয়ে।

ধীমতী

১

প্রিয়া আমার বড়ই গুণবতী,
এবং তিনি ধীশক্তি-সম্পন্না ;
গণনান্তে জ্যোতিষী ভারতী,
বল্লেন আরও "তিনি ক্ষণজন্মা ।
মস্তকটি তাঁর ভাব-কোষে পূর্ণ—
কাঁটাল যেমন পরিপূর্ণ কোষে।"
দশটি টাকা বিদায় নিয়ে তূর্ণ
চলে গেলেন জ্যোতিষী সন্তোষে।

২

পরেন প্রিয়া সোণার চশমাটিকে
চোকে কিম্বা নাকে, বুঝা শক্ত ;
লক্ষ্য নাই তাঁর বাহ্য শোভার দিকে,
থাকেন সদাই ভাবে অনুরক্ত।
কেশগুলিকে ফিরিয়ে ফেলেন পৃষ্ঠে,
ফুটে ওঠে তা'তেই ললাট-জ্যোতিঃ ;
চেয়ে থাকেন শূন্যে—উদাস দৃষ্টে,
শ্রীমতী মোর হচ্চেন যে ধীমতী।

৩

রচেন কান্তা কাব্য, করুণগাথা,
ধারেন না ক রঙ্গরসের ধার ;
বল্লে তাঁরে ধর্‌তে খুন্তি হাতা,
ধরেন মূর্ত্তি রণচণ্ডিকার !
নিমন্ত্রণে গো-গ্রাসে খান্ নিজে,
মিষ্টান্ন তুহস্তে করেন পার ;
ধীশক্তি-সম্পন্না আমার স্ত্রী যে,
সুফল আমার শত তপস্যার ।

৪

ব্যস্ত নিয়ে কাগজ কলম পেন্সিল,
দৃষ্টি নাই তাঁর ঘরের কাজের দিকে ;
দোয়াত উল্টে ভাসিয়ে দিচ্চেন টেবিল,
ভাবের— প্রেমের চিঠিপত্র লিখে ।
সার্‌তে দিলে কামিজ সেলাই-খোলা,
বরং আরো ছিঁড়ে ফেলেন জোরে ;
'কলাবিদ্যার বুঝ তুমি কলা'—
বলে' দেখান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মোরে ।

৫

কাঁদ্‌চে মেয়ে দেখ্‌চেন না ক চেয়ে,
রুগ্ন ছেলে মাতৃস্তন্য বিনা ;
কেমন করে বিশ্বের ছেলে মেয়ে
মানুষ হবে ভেবে হচ্চেন পীনা।
বলেন "নিজের ছেলে মেয়ের মায়ায়
জড়িয়ে থাকা, সে ত পশুর ধর্ম্ম।"
ধীমতীর এই বিশ্বপ্রেমের প্রভায়
জ্বল্‌ছে গৃহ, ধর্ম্ম, এবং কর্ম্ম।

৬

ভরে' উঠ্‌ছে ধূলায় ঘরের জিনিস,
মাকড়সাতে বুন্‌ছে কোণে জাল ;
ছারপোকাময় বিছানা ও বালিশ,
পাই না খুঁজে—এনেছি যা' কাল।
চাকর দাসী কচ্ছে যাহা খুসী,
ডাক্‌লে তাদের সাড়া পাওয়া ভার ;
প্রিয়া আমার ধীমতী বিদুষী,
অপূর্ব্ব শ্রী ধরেছে সংসার!

৭

কচ্চে চাকর পয়সা চুরি ফাঁকে,
সরাচ্চে ঝি—তেল, ঘি, ময়দা, চাল ;
পাচিকাটি কে জানে তার কা'কে
লুকিয়ে দিচ্ছে নিত্য লুচির থাল।
গুছিয়ে খরচ কর্ত্তে বল্লেম প্রিয়ায়,
জবাব দিলেন "টাকা হাতের ময়লা।"
ধীমতীর তাই ধীশক্তির শিথায়
পুড়চি ধূধূ—পোড়ে যেমন কয়লা।

৮

বলেন তাঁহার **মাইকেল**—প্রিয়তম,
হেমচন্দ্র—কণ্ঠে হেমের হার,
রবীন্দ্রনাথ—ঋষি দেবোত্তম,
আমি হচ্ছি **রাহুর অবতার**।
আমার স্পর্শে চন্দ্রাস্য তাঁর মলিন,
নইলে ছুটিয়ে দিতেন ভাবের বন্যা ;
সৃষ্টি স্থিতি কটাক্ষে তাঁর বিলীন,
কারণ তিনি ধীশক্তি-সম্পন্না।

গৃহলক্ষ্মী

ফেলে দাও, ফেলে দাও ছাই-ভস্মরাশি ;
ও শুধু কথার কথা, পড়ে' কেন পাও ব্যথা—
'লেডি ম্যাক্‌বেথ' ? সে রাক্ষসী সর্ব্বনাশী।
'প্রমদা' তথৈবচ আর 'হীরাদাসী' ;
রাক্ষসী লইয়া ঘরে যে অভাগা বাস করে
সে শুধু নেহারে ধরা ভরা পাপরাশি।
'সংসার করিতে ছার রমণীই মূলাধার'
এ অশুভ প্রাণে তার জাগে বার মাসই,
হেরে না সে 'হেলেনা'র বুকে সুধারাশি।

তুমি যে 'কমলমণি,' তোমারে লভিয়ে ধনি,
হয়েছে যে মহাধনী—এ দীন উদাসী ;
তুমি ফুল্ল শতদল, প্রেমে স্নেহে ঢল ঢল,
উজলি এ হৃদি-সরঃ রয়েছ বিকাশি'।
তুমি যবে ঘরে এলে, কি অমিয় দিলে ঢেলে,
এ সংসারে করে দিলে মোরে স্বর্গবাসী ;
একে একে হেসে হেসে মনোমত ভালবেসে,
নন্দন নন্দিনী দিলে নন্দন-বিলাসী।

কি আনন্দ ঘরে ঘরে ছেলে মেয়ে খেলা করে,
দুলাল দুলালী দোলে মুখে সুধাহাসি ;
ত্রিদিবের আধ ভাষা পশে প্রাণে ভাসা ভাসা,
কাণে বাজে দূর হ'তে অমরার বাঁশী।
কি উল্লাস, কিবা হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
কি যেন কি হয়ে যাই কি আনন্দে ভাসি !

তব প্রেম নিরমল দিয়াছে চরিত্রে বল,
গিয়াছে মনের তাপ, পাপ-চিন্তারাশি ;
তোমার মধুর ভাষা, সুখে দুখে ভালবাসা
পেয়ে তব, অনুগত যত পুরবাসী।
সদানন্দে আছি আমি হইয়া তোমার স্বামী,
কি যে ঢাল শান্তি-ধারা দুঃখ-জ্বালা নাশি'।
তোমরা ঘরের লক্ষ্মী, আমিই তাহার সাক্ষী,
ওই প্রীতিপ্রস্রবণ সদা অভিলাষী।
'সরলা' বিহনে কেবা হ'ত গৃহবাসী !

পূর্ণিমা-মিলন

(গান)

আজ আমাদের মিলন হেথায়,
কিন্তু আমের গন্ধে নয় ;
রসাল বটে পাকা কাঁটাল,
কিন্তু সেটা গন্ধময় ।
সরস মজাফারি লিচু
মোটেই মন্দ নয়ক কিছু,
কি জানি কি তাহার মাঝে
থাকে যদি বোমার ভয় !
রসগোল্লা মতিচুর
হোক্ না খেতে সুমধুর,
সন্দেশে না ভুলায় শেষে
এমন মলয় মধুময় ।
রেখে চা, মিষ্টান্ন, পাণ,
কর জ্যোৎস্না-সুধায় স্নান,
মিষ্ট ভাষে মহোল্লাসে
কাটাও হেসে এ সময় ।
মিষ্ট মুখে ফিরো সুখে,
তুষ্ট হয়ে' মহাশয় ।

(স্নানপূর্ণিমা, ১৩১৫ ।

পদ্য বনাম গদ্য

১

তুমি বল্‌ছ—"বসন্তকাল—গুঞ্জরিছে ভৃঙ্গ,
বইছে মলয়, ডাক্‌ছে কোকিল, নাড়্‌ছে হরিণ শৃঙ্গ।"
আমি বুঝি - বসন্তকাল তাজা করে' তোলে,—
তরমুজ, ফুটী, বেলের সরবৎ, কচি আমের ঝোলে।

২

তুমি বল্‌ছ—"নিদাঘে পাই উষায় নবীন প্রাণ,
তৃপ্ত হই যে পাখীর গানে নিয়ে ফুলের ঘ্রাণ।"
আমি কিন্তু বুঝি পেয়ে লিচু, গোলাব-জাম,
ডিমে ভরা তপ্‌সে মাছ, আর লকেট্, পাকা আম।

৩

তুমি দেখ বর্ষা এলে নবীন মেঘের ঘটা,
কেকারবে নাচ্‌চে শিখী সৌদামিনীর ছটা।
আমি তখন কি সুখে খাই—গঙ্গার ইলিস ভাজা,
আতা, পনস, পীচ, আনারস, চাটিম ফলের রাজা।

৪

শরৎকালে দেখ তুমি—রামধনুকের 'গেট,'
শূন্যে চেয়ে জ্যোৎস্না খেয়ে ভরাও শূন্য পেট।
মাতি আমি মায়ের পূজায় শারদীয়োৎসবে,
প্রসাদ পেতে আমোদ কত নাও দাও খাও রবে

৫

হেমন্তেতে দেখ্‌বে তুমি ঝাড়ছে সোণার ধান,
সঙ্গে সঙ্গে আস্‌বে কবি, ফুরিয়ে তোমার গান।
আমার হবে নবীন স্ফূর্ত্তি পেয়ে নবীন অন্ন,
খেজুর রস আর পায়স খেয়ে আমরা হব ধন্য।

৬

শীত ঋতুকে স্থবির বলে' নিন্দা কর খালি,
খাটবে না সে, কবি, তোমার মিথ্যা চতুরালী।
কপি, কৈ মাছ, কমলালেবু, নলেন গুড় ও মণ্ডা—
সুখেতে খাই পৌষপার্ব্বণে পিটে গণ্ডা গণ্ডা।

৭

ঋতুর রাজা এমন শীতকে বুড়ো বলেন যাঁরা
ঈশ্বর করুন, মরণ লভুন বুড়ো হয়েই তাঁরা।

সংসারী

১

কি উদামে ভাবিতাম চিতে—
দেশোদ্ধার ?—হাতে সে আমারি ;
কিন্তু বন্ধু, পেরেছ জানিতে,
হয়েছি যে এখন - সংসারী।

২

মোর তীব্র বক্তৃতার গুণে
রহিত উৎকর্ণ নরনারী,
সে নিষ্কাম ধর্ম্মকথা শুনে
মায়াত্যাগী হইত—সংসারী।

৩

জলে স্থলে দেশে ও বিদেশে
ফিরিলাম পতিত উদ্ধারি' ;
'নরেশে'র বিধবায় শেষে
পরিত্রাণি' সাজিনু—সংসারী।

৪

সে বিবাহে অবাক্ সবাই,
আমি দেশ-মুখোজ্জ্বলকারী ;
এ পরার্থ—বুঝিল না ছাই !
হাসিলাম- হায় রে সংসারী।

৫

ছিল হৃদে আনন্দ অপার,
কণা মত্র আর না নেহারি ,
শেষে কিনা নয়নে সবার—
দাড়ালেম—চূড়ান্ত সংসারী।

৬

‘মুদী’ দেয় দয়া করে’ ধার
‘ঝি’র চোকে আমি ত ‘বেচারি’
‘গোপ,’ দুধ দিয়ে জলসার
বলে—‘আহা, ছাপোষা সংসারী’।

৭

ছেলে মেয়ে—নামেতে **সন্তোষ**,
শান্তি, প্রীতি, মুক্তি—সারি সারি,
খসেছে সে প্রেমের মুকোষ,
শত পাকে বাঁধা—এ সংসারী।

৮

শূন্য হৃদে ডাকি বার বার
কোলে তুলে লও হে কাণ্ডারী,
বৃথা ডাকা,—ল'য়ে বিশ্বভার
তুমিও যে বিষম সংসারী।

এষা

(অর্থাৎ যাহা বাঙ্গালা হচ্চে In Memorium,
ইতি বড়ালকবির 'এষা' কাব্যের
নামকরণাধ্যায়ে বিদ্যাভূষণ-ভাষ্য।)

মরেছে প্রেয়সী– মরে সবাই হেথায় ;
বাঁচিল সে,—সঙ্গে সঙ্গে বাঁচালে আমায়।
স্বর্গে গেছে সতী ?—যাক্ যেথা ইচ্ছা তার ;
কি কাজ সে খোঁজে ? এত মাথা ব্যথা কার ?

কেউ কম নন

পরস্পর নীতিচর্চ্চা করিতে করিতে,
শৃগাল বিড়াল সনে লাগিল চলিতে ;
শৃগাল কহিল "ন্যায় প্রধান সবার" ;
বিড়াল কহিল—"ক্ষমা স্বর্গীয় উদার।"

হেন কালে বন হ'তে বুভুক্ষু তরক্ষু—
শোণিত পিপাসু হিংস্র প্রজ্বলিতচক্ষু
বাহিরি' ধরিল মেষে—গোচারণ মাঠে ,
করুণ ক্রন্দনে তার বনস্থলী ফাটে।
তরক্ষু কহিলা মেষে "ও ক্রন্দনে তোর
বহিবে না অশ্রু, হিয়া গলিবে না মোর,
আনন্দে কোমল মাংসে ভরিব উদর,
পিব সুখে তপ্ত রক্ত প্রাণ-তৃপ্তিকর।"

হেরি এ ঘটনা শিবা হইল স্তম্ভিত !
মার্জ্জার অবাক্ স্থির—নেত্র বিস্ফারিত।

শিবা কহে "ন্যায় ধর্ম্ম ক্ষমা হা কোথায় !"
মার্জ্জার নিঃশ্বাস ফেলি' করে—হায়, হায়।
কহে "এত ফল মূল উদ্ভিজ্জ থাকিতে,
জীবহিংসা—ছি-ছি-ছি-ছি উদর ভরিতে ?"

যেতে যেতে দেখে শিবা মরাল-শাবক
বিচরে পল্বলতটে,—চক্ষের পলক
না ফেলিতে লুব্ধ শিবা আক্রমে তাহায়।
এদিকে মূষিকে ধরি' গোপনে পলায়
মার্জ্জার বিভিন্ন পথে।
হেরি' এ আচার,
কহে ঊর্ণনাভ এক—"বিচিত্র ব্যাপার !
"নীতি কথা শুনিলাম যাহাদের মুখে,
নিয়ত ব্যথিত যারা অপরের দুখে,
তারাও দুর্ব্বল প্রতি দেখায় প্রভাব ;
ক্ষুদ্র বটি, আমাদের ও নয় স্বভাব !"
হেন কালে মক্ষিকায় লূতাতন্তুপাশে
হেরিয়া ছুটিল—তারে গ্রাসিল উল্লাসে।

ব্যাধি

(রোগীর উক্তি)

জল জল জল—এক গ্লাস জল,
আমি বড় তৃষাতুর ;
টানিছে জিহ্বা, বিশুষ্ক তালু,
কোথায় বরফ চূর ?

থাম ডাক্তার, নাড়ী টেপা থাক্,
বস আগে দু'মিনিট ;
'থার্ম্মমিটার' দিও এর পর,
মাপিতে দেহের 'হিট্'।

বিধির বিপাকে পড়িনু আজিকে
সুখের লাগিয়া দুখে ;
হেন অঘটন ঘটেনি কখন,
কথা যে সরে না মুখে।

হাঁপাতে হাঁপাতে জীবন যে যায়,
বাপ্ ! কি গ্রহের কোপ !
কি হবে আমার বুকে দিয়ে আর
তোমার 'ষ্টেথস্কোপ' ?

বিষম বেদনা পেটে – উঃ – টিপো না ,
আড়ষ্ট নাড়ীভুঁড়ি ,
বারেক টানিতে বল নাই চিতে
সাধের এ গুড়গুড়ি ।

'ফোমেণ্ট' যদি ব্যবস্থা কর,
জেনো আমি বড় ক্ষীণ ;
তোমার শপথ 'ব্রাণ্ডি' কি 'ব্রথ'
খাব না ক 'কুইনিন্' ।

আগে শুন সব, ভাল বুঝ যদি
দিও 'পার্গেটিভ্ পিল্'—
সিম্বির চোটে হেসে হেসে হেসে
বুকেতে লেগেছে—খিল্ ।

পদ্মলোচন

১

পদ্মলোচন নাম ছিল তার,
চোক তুলি দিয়ে আঁকা ;
কেবল বিধির ভুলের কারণে
পাতা দু'টি ছিল ঢাকা।

২

জনম হইতে মুদিত নয়ন,
দুখে তার দিন যায় ;
বাঙ্গালী জীবনে সার যে চাকুরী,—
জুটিল না তার হায় !

৩

মন্দের তবু ভাল, পদ্মের
জুটিল আরেক রূপ,—
বয়সের সনে, লভিলা বনিতা—
বিধুমুখী, অপরূপ

৪

নূতন জগৎ হেরিল 'পদ্ম'
'বিধু'র নয়নে সুখে —
রসনা থাকিতে ঝাল খায় লোকে
যেমন পরের মুখে।

৫

হেন সুসময় সন্ন্যাসী আসি'
খুলিলা সুকৌশলে
বন্ধ যুগল নয়ন-পদ্ম,
যেমন ঝিনুক খোলে।

৬

সার্থক হ'ল পদ্মলোচন
বটে সে নামটি তার—
হেরিল জগৎ আপনার চোকে
'বিধু'র মূরতি আর।

৭

নূতন নয়নে নূতন কিরণে
'বিধু'র মূরতি হায়—
হেরিয়া 'পদ্ম' কহিলা "অন্ধ
করে' দাও পুনরায়!"

৮

সন্ন্যাসী হাসি' ফিরিয়া চলিল,
শুনিল না কথা তার ;
'বিধু'র যা গুণ ভুলিলা 'পদ্ম'
রূপ দেখে কদাকার।

৯

দেখিতে দেখিতে সে রূপ 'পদ্ম'
আতঙ্কে পড়ে ভূমে ;
হেরিল আঁধার ভুবন এবার
আবৃত রয়েছে ধূমে।

১০

ক্রমে মূর্চ্ছিত মুদিত চক্ষু
আর সাড়া নাই হায় ;
শিহরি' কখন কহিছে "অন্ধ
করে' দাও পুনরায় !"

১১

'পদ্মে'র মাথা তুলি' নিজ কোলে
সযতনে 'বিধুমুখী'—
নিয়ত পতির সেবায় নিরত
কে তার দুখের দুখী ?

১২

সতীর সেবায় কাটে সে বিকার,
কেটে গেলে কিছুদিন ;
ক্রমে 'পদ্মে'র আসিল চেতনা
দেহ হ'ল বড় ক্ষীণ ।

১৩

'বিধু' রুচিকর রাঁধিয়া পথ্য
যোগাইল মুখে মুখে ;
হ'ল 'পদ্মে'র সুস্থ শরীর
বাঁচিল আবার সুখে ।

১৪

"জয় ভগবান্"—কহিলা 'পদ্ম'
"কি মজার তব সৃষ্টি,—
এত দিনে মোর খুলিল নয়ন,
লভিনু অন্তর্দৃষ্টি !

১৫

'বিধুমুখী' আর নহে কদাকার
হোক্ সে যতই কালো ;—
রেখেছ তাহার গুণের প্রভায়
হৃদয় করিয়া আলো !"

মতিভ্রম

মশক-দংশনে হ'য়ে জ্বালাতন
ঘুম নাই সাত রাত ;—
তাই গৃহান্তরে শুইলা তুজনে,
'ভুলো' আর 'ভূতনাথ'।

চক্ষু মুদি' সুখে কহে ভূতো—"আজ
ঘুমিয়ে বাঁচিব, ভুলো,—
মোদের না পেয়ে, মরিবে, না খেয়ে,
ডেকে ডেকে মশাগুলো।"

"ঘুমাবি কি, ভূতো, চেয়ে দেখ্ ঘরে,
ঢুকিছে জানালা দিয়ে,—
সেই মশাগুলো খুঁজিতে মোদের
চুপি চুপি আলো নিয়ে।"

"তাই ত!" অবাক্ দেখে ভূতনাথ,
হতভম্ব তুই বোকা ;
সে আঁধার ঘরে গোটা দশ বারো
নিরখি' জোনাকীপোকা।

বুদ্ধিমান্ ছেলে

পান্তুয়া সন্দেশ, পাইলে ত বেশ
উদরস্থ হ'য়ে যায় ;
লেখাপড়া ঠিক্ তেমন্‌টি নয়,
মুখস্থ করাই দায় ।

আবার ইংরিজি লেখা হিজিবিজি,
বানান—তথৈবচ ;
D-o হবে 'ডু' S-o নহে 'সু'
এতই সে খচমচ ।

বোর্ডে দিলে আঁক, লেগে যায় তাক্,
মিলিয়ান্, বিলিয়ান্,—
লম্বা লম্বা যোগ, একি কর্ম্মভোগ !
বিয়োগে—হারায় জ্ঞান ।

তদুপরি গুণ—করিল যে খুন !
ভাগ দেখে—হয় রাগ ;
সুকুমারমতি আমি যে গো অতি,
মাষ্টার ?—যেন সে বাঘ !

বাবা বলে—"নরু, তুই বড় গরু,
রোজ খাবি কাণ-মলা ?"
বাবার কি ভুল ! আমি এত ছোট,
উচিত 'বাছুর' বলা।

কবির প্রতিভা

তোমার কবিতা দেখিয়া পিতার
ঝরিল নয়ন আজ—
(শুনি সুখে কবি কহিলেন "প্রিয়ে,
দেখিলে লেখার ঝাঁজ !")
বলিলেন পিতা—'সঁপিনু কন্যায়
দিয়ে মোর সর্ব্বস্ব ;—
শেষে কি-না এক পাগলের হাতে—
লেখা যার ছাই-ভস্ম।'

গুরু-শিষ্য-সংবাদ

গুরু কহে—"শালগ্রাম শিলা—
ইনি চতুর্ভুজ নারায়ণ ;
অনাদি অনন্ত এঁর লীলা
ব্যাপ্ত চরাচর ত্রিভুবন।"

শিষ্য কহে—"গোল শিলাখণ্ড
কিসে হ'ল চতুর্ভুজধারী ?
প্রভু, আমি নিতান্ত পাষণ্ড,
দীক্ষা দাও, কেমনে নেহারি ?"

গুরু কহে "শালগ্রামে স্মরি',
হস্ত-পদ-যুক্ত করি' তাঁয় ;—
ভক্তিভাবে বস ধ্যান ধরি',
বিষ্ণুরূপ হেরিবে ত্বরায়।"

গুরু-উপদেশ ভেবে ভেবে
বসে ধ্যানে শিষ্য—সে মর্কট ;
গুরু কহে—"কি হেরিছ এবে ?"
শিষ্য বলে—"হ'ল যে কর্কট !"

বুদ্ধির দৌড়

১

গ্রামের মাঝে চিনিবাস—সে বোকা ধরণের,
মনে মনে জান্ত কিন্তু- নিজে বুদ্ধিমান্,
তাহার সঙ্গে রঙ্গ তাতেই ঘট্‌ত অনেকের,
তাহার ফলে ভাব্‌ত সদাই সে মস্ত বিদ্বান্।

২

তর্করত্ন, চিনিবাসকে পেয়ে একটি বার,
কুশল জেনে, জিজ্ঞেস কর্লেন একটু কৌতুক আশে—
"সবাই বলে 'চিনু' সকল পুরাণে তোমার
খাসা দখল—সে কি সত্য ? না মিথ্যা কথা সে ?"

৩

"সবটা সত্যি হয় কি ঠাকুর, কথা যত রটে ?
রামায়ণটা জানি বটে রচে' গেছেন বাল্মীক—"
তর্করত্ন বল্লেন হেসে--"তাই নাকি হে—বটে,
আমার একটা প্রশ্ন আছে বল্‌তে হবে ঠিক্।

৪

দশরথের চারটি ছেলে লিখ্‌ছে রামায়ণ,
শ্রীরামচন্দ্র, ভরতচন্দ্র, লক্ষ্মণচন্দ্র, আর,
শ্রীশত্রুঘ্ন ; এঁরা হচ্চেন ভাই যে চার জন ;
বল্‌তে পার কি নাম ছিল রামের সে পিতার ?"

৫

'তাইত ! এ যে শক্ত কথা —ব্যাপার চমৎকার,
তর্করত্ন মশাই ! যখন পাচ্চ নাক ভেবে ;
আচ্ছা আমি আস্‌ছি জেনে—'সিধু গণৎকার,'
গুণে ত সব ব'ল্‌তে পারে—নিশ্চয় বলে' দেবে।"

৬

চিনিবাসের প্রশ্নে সিধু বল্লেন ' শক্ত কি আর,
জান ত এ পাড়ায় থাকে—গণেশ পরামাণিক ;
গৌর, নিতাই, সুবল, কানাই—চারটি ছেলে তার,
গৌরের বাপ গণেশ"—"ওহো বুঝেছি ঠিক্—ঠিক্।"

৭

—এই না বলে ছুট্‌ল চিনু তর্করত্নের ঘরে,
"কর ঠাকুর প্রশ্ন তোমার ঠিক্ দেবো জবাব ;—
(নস্য নিয়ে বল্লেন চিনু, হাঁপিয়ে দম্ভভরে)
মূর্খের মতন বসে' থাকা আমার নয় স্বভাব।"

৮

"দশরথের চারটি ছেলে লিখ্‌ছে রামায়ণ,
শ্রীরামচন্দ্র, ভরতচন্দ্র, লক্ষ্মণচন্দ্র, আর,
শ্রীশত্রুঘ্ন,—এঁরা হচ্ছেন ভাই যে চার জন,
বলো, চিনু, কি নাম ছিল রামের সে পিতার ?"

৯

"ভারি সোজা—আগে বটে লেগেছিল ধোঁকা,
'সিধু'র কাছে বুঝে এলেম জলের মতন বেশ ;
তুমি ভেবেছিলে ঠাকুর আমি বড্ড বোকা—
গম্ভীর ভাবে বল্লেন চিনু—"রামের বাপ গণেশ।"

মৌলিক

একমাত্র আছে কেবল আমার মৌলিকত্ব ;
কারণ, আমি নইক কারুর শিষ্য কিম্বা ভক্ত।
পণ্ডিত, মাষ্টার, জীবিত কি মৃত গ্রন্থকার,
কারুর কাছে শিক্ষার আমি ধারি না ক ধার ;
কিসের জন্য কর্ব্ব তবে আমি মাথা হেঁট ?
কবি বল্লেন "তুমিই আদি—অকৃত্রিম – নিরেট !"

কার বিষ বেশী ?

(১)

শুন শুন এক মজার কাহিনী,
আগাগোড়া তার যদিও জানিনি,
কাটিবে না তাই দিবা কি যামিনী,
এখনি সমাপ্ত হবে।
'জীবন' নামেতে ছিল একজন—
উদার, সরল, ধর্ম্ম-পরায়ণ,
মৌন-ব্রতধারী, সৌম্য-দরশন
পূজায় বসিত যবে।

(২)

স্বদেশ-হিতৈষী ছিল সে কেবল,
বিদেশী বর্জ্জনে জ্বালাত অনল,
দেশী দ্রব্যে তার আসক্তি প্রবল
শুধু বক্তৃতার কালে ;
ছিল দ্বিজোত্তম সেই মহাজন,
করাইত নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন ;
প্রমাণ ?—নিজেই করিত যখন
ভোজন দ্বিগুণ থালে।

(৩)

নগ্নদেহে বস্ত্র করিত সে দান,
রহিয়াছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ,
পরাইত হ্যাট, কোট, প্যাণ্টুলান
যখন আপন অঙ্গে ;
ছিল তাঁর এক বানর সুহৃদ্—
যদিও বানর আছে সংখ্যাতীত,—
সে বানর সদা সাধিত যে হিত,
বেড়াত তাহারি সঙ্গে ।

(৪)

একদা—বলিতে হয় কণ্ঠরোধ—
জীবনে, বানরে,—বাধিল বিরোধ,
বানর তাহার দিতে প্রতিশোধ,
নির্দ্ধারিয়া সদুপায়—
ক্ষেপিল—তখনি করিল দংশন
জীবনের উরু—অহো কি ভীষণ
বলিল সকলে সত্যই 'জীবন'
বাঁচিবে না আর হায় !

(৫)

ক্রমে সেই ক্ষত হইল বর্দ্ধিত,
জীবনের তরে সবাই ব্যথিত,
ব্রাহ্মণের ভালে একি বিপরীত
লিখিলে হে ভগবান্ !
হায়, সেই দিন আসিল যখন,
সবে মিথ্যাবাদী হ'ল নিরূপণ ;
কারণ,—বানর ত্যজিল জীবন,
'জীবন' লভিল প্রাণ ।

সুধাকর

গোপবংশ-জাত **ছানা**, ইক্ষুর দুহিতা **চিনি**,
মিলিল দুজনে আসি,'— প্রকৃতি-পুরুষ জিনি' ।
বিচিত্র লীলার পাকে—বাঁধিল নূতন ঘর ;
জনমিল পরিশেষে **সন্দেশ** সে সুধাকর !

গূঢ় উপদেশ

দূরে থেকে দেখ্‌তে ভাল আছে অনেক ছবি,
তেম্‌নি ধারা পদ্য লিখ্‌লে হবে মস্ত কবি।
দৃষ্টি কেবল রাখ্‌বে তোমার শব্দ-যোজনায়,
অর্থ যত না হয় ভালই—বাড়্‌বে আদর তায়।
সরল স্বচ্ছ উদার মুক্ত প্রসাদ-গুণে ভরা,
স্বতঃই লেখা এলেও তারে বদ্‌লে আগাগোড়া
ঠিক্ জিলিপির প্যাঁচের মতন করবে জটিল—শেষ
কিছু না হোক্ 'আধ্যাত্মিক'টা ফুটে উঠ্‌বে বেশ।

তবেই হবে শ্রেষ্ঠ তুমি—আর বাজাবে টাকা;
মধু থাক্ আর নাই বা থাক্, কলসী রাখ্‌বে ঢাকা।
গন্ধে গন্ধে গুন-গুনিয়ে আস্‌বে সমালোচক,
কর্‌বে তোমার গুণের তারিফ্—কতই মুখরোচক।
রুচির বড়াই কর্ব্বে সদাই, নীতির মাথা খেয়ে,
বাহবা বাহবা পড়্‌বে তোমার দেশ বিদেশে ছেয়ে।
কি উপমায়—কি কবিত্বে কর্‌বে একাকার;—
একবার পড়্‌তে বস্‌লে যাতে শেষ করা হয় ভার।

জোর কপাল

"বিয়ে কর্লে খাওয়ালে না, একি সদানন্দ ?"
"বল্‌ব কি ছাই গদা দাদা, কপাল বড় মন্দ—
স্ত্রীটি আমার বদ্ধ পাগল।"
"পাচ্চ তবে কষ্ট ?"
"এমন কষ্ট নয়ক কিছু, বলে' ফেলি স্পষ্ট,
বিয়ের সঙ্গে পেলেম আমি বিষয় শ্বশুরের"—
"ভাল ভাল"—
"কিন্তু তাতেই ঘট্‌ল বিপদ ফের—
সে বিষয়ের কর্লে দাবী বৈমাত্র সম্বন্ধী।"
"দুঃখের কথা - কর্লে কি হে ?"—
"শ্যালার সঙ্গে সন্ধি ;
সে নিলে জোৎজমা, আমি পেলেম ভেড়ার পাল।"
' মন্দের তবু ভাল বটে—"
"হা পোড়া কপাল !
ঘরে আন্‌তেই ভেড়াগুলোর ধর্ল বিষম রোগ,
একেবারে মল যে সব—"
"কেবল কর্ম্মভোগ ?"

"কর্ম্মভোগই কেন ? তাতে হয়নি বড় ক্ষতি।"
"বটে, বটে, কেমন করে ? কি কর্লে তার গতি ?"
"পশম শুদ্ধ চামড়া বেচে পেলেম কিছু টাকা,
চর্ব্বিগুলো জড় করে' হয়েছিল রাখা—"
"বটে, সে ত লাভের কথা—"
"মোটেই লাভের নয়।"
"কেন, কেন—কি ঘট্‌ল আবার ?"
"বল্‌ছি সমুদয়—
চর্ব্বি থেকে কর্ব্বে বলে' তৈরি মোমের বাতি,
কলেজ পড়া ছেলেটা ঐ—"
"দেবাখুড়োর নাতি ?"
"হ্যাঁ—চর্ব্বি গলাতে আগুন সে লাগালে ঘরে—"
"কি দুর্ভাগ্য !"
"দুর্ভাগ্যই বা বলি কেমন করে' ?"—
"সে কি ?—"
"ঘরের সঙ্গে প্রিয়া—দগ্ধ হলেন মোর—
পাগলীর হাত এড়িয়ে গেলেম !"
"খুব ত কপাল জোর !"

জটিল চিঠি

১

ধন্য ধন্য হে অজ্ঞেয় প্রিয় বন্ধুবর,
পেলেম বুঝি তোমারই এ পত্র ;
নাম ঠিকানা লিখেছ যে, খামে কি সুন্দর !
কিন্তু বুঝা যায় না একটি ছত্র ।

২

বোধ হচ্চে দিয়েছ তুমি আমায় পত্রখানি,
তাহার কারণ ডাকে এল হাতে ;
পেয়েছি যে আগষ্ট মাসের বিশে—সেটা জানি,
কারণ পোষ্টের ছাপ রয়েছে তাতে ।

৩

সই করেছ তেজে—যেন কেউটে আস্‌ছে তেড়ে,
ভয়েতে প্রাণ ধড়ে থাক্‌তে চায় না ।
কি বীভৎস হিজিবিজি—ফ্যাঁস টেনেছ বেড়ে,
তোমার নামটি না হয়ে সে যায় না ।

৪

কাব্যের চেয়ে মিষ্টি চিঠি—কাব্য পড়া যায় যে,
ভাল কাব্য বুঝা কঠিন বটে ;
এ চিঠি সে কাব্যের সেরা—অক্ষর চেনাই দায় যে,
হাজার ধর চোকের সন্নিকটে।

৫

চশমা নিয়ে, আইগ্লাস দিয়ে, অণুবীক্ষণ এনে
বুঝ্‌তে নার্‌লেম তোমার লেখাটা কি ?
দেখ্‌লাম রৌদ্রে, জোচ্ছনাতে, বিজ্‌লি বাতি টেনে,
এখন কেবল 'রন্‌জেন্ রে'টা বাকি।

৬

কি বিচিত্র তোমার পত্র! সন্ধ্যাবেলায় এসে
কাড়াকাড়ি করেন বন্ধুগুলি ;
পরস্পরে তর্ক তুলি' বিরোধ করেন, শেষে
কতই তোমায় শোনান্ মধুর বুলি।

৭

বৈজ্ঞানিক এ পত্র দেখে, স্পষ্ট বল্লেন হেন,—
সজীব জড়ের স্পন্দন-রেখা আঁকা ;
রাসায়নিক বিস্ফোরকের সঙ্কেত পেয়ে যেন,
ফেরং দিলেন—মুখটি করে' বাঁকা।

৮

ইঞ্জিনিয়ার বল্লেন দেখে,—অস্পষ্ট এ প্ল্যানটি ;
প্রেস্কিপ্‌সন্‌ এ—ডাক্তার বল্লেন কেসে ;
রুদ্ধস্বরে বল্লেন কবি,—নায়িকার এ গানটি
চোকের জলে কতক গেছে ভেসে !

৯

ফটোগ্রাফার বল্লেন দেখে,—বেজায় ফেডেড্‌ এ যে,
আঁক্‌তে গেলে পেন্টার চাই যে পাকা ;
উকিল নিয়ে বল্লেন,—জবাব দিচ্চি আমি তেজে,
পড়্‌তে গিয়ে খেলেন ভ্যাবা-চাকা।

১০

বিদ্যাভূষণ বল্লেন,—এটা পালি ভাষার ছায়া,
জ্যোতিষী কন,—মঙ্গল গ্রহের ভাষা ;
চিঠি দেখে যে বর্ণকে বলেন 'ক'-এর কায়া,
পাল্টে তাকেই বলেন 'হ' যে খাসা।

১১

এই রকমে কচ্চেন সবাই বিদ্যা জাহির যার যে !
সরল পথের দিক্‌ দিয়ে কেউ যান্‌ না ,
তোমার জটিল চিঠি হ'তে বুঝ্‌ছি এখন সার যে,—
হৃদয়খানি খুল্‌তে কেহই চান্‌ না।

অন্তরঙ্গ

১

ঐ রে সেই শুন্‌চি পায়ের শব্দ,
দ্বারে শিকল বাজ্‌ছে ঠনক্ ঠন্ ;
শুনে আমার নাড়ী হচ্চে স্তব্ধ,
আস্‌চেন বন্ধু কর্‌তে জ্বালাতন।
কাঁপে না ক হৃদয় আমার কভু
ভীষণ শত্রু দেখ্‌লে সম্মুখেতে ;
(এই) বন্ধু হ'তে রক্ষা কর, প্রভু,
এসে যে জন চান্ না চলে' যেতে।

২

শুয়ে পড়েন আরাম চেয়ার টানি,'
কতই স্নেহে সুধান সমাচার ;
উল্টে পাল্টে ফটোর খাতাখানি,
জাহির করেন বিচিত্র মত তাঁর।
অবাক্ হ'য়ে দেখেন কভু চিত্র,
গুন্ গুনিয়ে ছাড়েন প্লুত স্বর ,
তিনি আমার অশেষ গুণের মিত্র,
ছাড়েন্ না তাই ভুলে আমার ঘর

৩

দৈনিক সংবাদ পড়েন আদ্যোপান্ত,
কাগজখানি আমি দেখ্‌বার আগে,
কবিতা তাঁর আওড়ান অবিশ্রান্ত,
ভঙ্গিতে যার ভূত অবধি ভাগে।
ডিবে হ'তে শেষ পাণটি চর্ব্বণ
কর্ত্তে কর্ত্তে চেয়ে ব'সন আবার;
গোপন চিঠি খোলেন যখন তখন,
খোলেন না হায় বাহিরে যাবার দুয়ার।

৪

বিপুল বপু উঠ্‌ছে নিত্য ফুলে,
বলেন কিন্তু— স্বাস্থ্য বড় মন্দ।'
হেসে খেলে বেড়ান হেলে দুলে,
বলেন—'চিন্তায় বাড়্‌ছে নিরানন্দ।'
বলেন—'যুঝেছিলেম যমের সঙ্গে,
হারিয়ে তাঁরে বাঁচ্‌লেম তপোবলে।'
কাহিনী তাঁর চলে এমনি রঙ্গে,
তিনিই শুধু চান্‌না যেতে চলে'।

৫

দেখান যত নিন্দা তাঁহার কাব্যের,
লিখেছে যা কুটিল সমালোচক,
ব্যাখ্যা করে' সৌন্দর্য্য ও ভাবের,
বেছে বেছে ছন্দে শুনান 'শোলক্'।
বলেন, "কাব্য বোঝে না যে মূলে
খুসী হই তার দিতে পার্‌লে ফাঁসি ;"
নানা কথা বলেন—কিন্তু ভুলে'
বলেন না ক—"বন্ধু এখন আসি।"

৬

কি পুণ্যে হায়, পেলেম বন্ধুটিরে,
কখনো যে হয় না সঙ্গ-ছাড়া ;
শ্রাবণ-ধারার মতন আমার শিরে
ঝর্‌চে সদাই তাঁহার কৃপা-ধারা।
কার্য্যে যখন ব্যস্ত থাকি আমি,
নির্ব্বাণ-তত্ত্ব বুঝান বন্ধু হেসে ;
(এই) সুহৃদ্ হ'তে বাঁচাও, দয়াল স্বামী,
এসে যে জন চান্ না যেতে শেষে।

ত্রিগুণাত্মক

স্বামী—

কোথা গেল তব মেনি আদরের,
মিটি মিটি চোক দু'টি?—
দেখিলেই পাতে মুড়োটি মাছের
ল'য়ে যে পলা'ত ছুটি'।
কোথা গেল সেই সাধের তোমার
কাকাতুয়া মনোহর?
ঘরে ট্যাঁকা ভার হ'ত শুনে যার
মধুর কর্কশ স্বর।
সোহাগের তব মর্কট-রতন
কোথা রেখে এলে, প্রিয়ে?
লাফায়ে উঠিত মাথায় যে জন
ল্যাজটি গলায় দিয়ে।

স্ত্রী

তাদের ছাড়িয়া তোমার সহিত
এসেছি করিতে ঘর;
ওই তিন গুণে একা বিভূষিত
তুমি যে হে প্রাণেশ্বর!

সন্তোষ

১

কিছুই আমি চাই না, প্রভু. চাচ্চি শুধু তোমার বিশ্বে
মাথা গোঁজবার ঠাঁই ;
সেই স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে, একটু বেশী এবং দৃশ্যে
ছবির মতন চাই।

২

থাক্‌বে তথায় চৌতল কুটীর, মার্ব্বল পাথর দিয়ে গাঁথা,
যেমন তেমন তুচ্ছ ;
মহর্ষির ঐ দক্ষিণ-খোলা মাঠে, যেমন তুল্‌ছে মাথা
'শান্তি-গুহা' উচ্চ।

৩

সাদাসিদে আহার পেলেই থাকি সদাই পরিতুষ্ট,
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাতে—
কাজ কি আমার? একপাকেতে পোলাও পেলেই হব পুষ্ট,
রাবড়ি লুচি রাতে।

৪

কেবল মাত্র সকাল বিকাল দিও যে দিন যেমন জোটে
জলখাবারটা কিছু ;
তাহার সঙ্গে আনার আঙ্গুর— যে সময়ে যে ফল ওঠে,
ল্যাংড়া, আপেল, লিচু।

৫

সোণা রূপায় কাজ কি আমার, কাজ কি জমি জমা বাড়ী,
সে ত মায়ার ধাঁধা ;
এমন কিছু দিও আমায়, যাতে আমি রাখ্‌তে পারি
জমিদারী বাঁধা।

৬

দিও কিছু রেলের সেয়ার, কোম্পানী-কাগজের তাড়া,
চাই না বেশী ঝক্কি ;
খরচ চলে' গেলেই হ'ল, যা দেন ভালই তাহার বাড়া,
আমার ভাগ্যলক্ষ্মী।

৭

জাঁকজমকটা বাড়ায় কেবল, মণিমুক্তা—নেহাৎ অসার,
কি ফল তাদের রেখে ?
একটি ঘড়ি, হীরের আংটি, চেন ও বোতাম গিনিসোণার
রাখ্‌লেই হবে দেখে।

৮

প্রিয়ার জন্য চাইনা মোটেই ব্রেস্লেট,ব্রোজ,বেল্ট,কি লকেট,
সে যে বিবিয়ানা,
তুষ্ট হবেন যৎসামান্যে—জড়োয়া গিনির গহনা দু'সেট
পেলেই পতিপ্রাণা।

৯

চৌঘুড়ি কি ল্যাণ্ডো জুড়ি কি প্রয়োজন ? সে ত কেবল
গর্ব্ব জাহির করা ;—
দ্রুত যাবার জন্য না হয় মোটরকারই কর্‌ব সম্বল
—পশুক্লেশ-হরা।

১০

ছবি ? ছি ছি, কি ফল তাতে, অয়েলপেন্টিং হ'লেই হবে
ফটো দু'দশ খানা ;
ভাস্কর-শিল্পীর শ্রেষ্ঠকীর্ত্তি নগ্ন নারী-মূর্ত্তি র'বে,
কাজ কি পুতুল নানা ?

১১

চাই না ঝাড়ের ঝলমলানি, তাড়িত-আলোর সঙ্গে পাখা
পেলেই দু'কাজ হবে ;
কে পড়ে আর দর্শন পুরাণ ! দিও মনস্তত্ত্ব মাখা
কাব্য নাটক তবে।

১২

সাজানো ঘর কি প্রয়োজন ? কেবল মাত্র যদি হে পাই,
সোফা, টেবিল, চেয়ার—
আয়না এবং হার্মোনিয়ম, গ্রামোফন, ও একটি টেপাই,
কিছুই নয় ত এ আর।

১৩

পরশ-পাথর চাই না আমি এতেই কাটিয়ে দিব, প্রভু,
জীবনের দিন যত ;
দুরাকাঙ্ক্ষা—বিলাসিতার ধার ধারি না আমি কভু,
সন্তোষ আমার ব্রত।

মা ও ছেলে

"কুলুঙ্গিতে তিন জোড়া রেখেছি সন্দেশ,
এরি মধ্যে এক জোড়া কি হ'ল রমেশ।"
"এত অন্ধকার, মাগো, ওই কুলুঙ্গিতে—
আরো যে দু'জোড়া আছে পাইনি দেখিতে।"

রসিক

(কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতি)

১

বন্ধু, তোমার দীপ্ত-প্রতিভায়,
আলোকিত হ'চ্চে বটে দেশ,
ব্যঙ্গ-ভরা তোমার রচনায়—
আমোদ-প্রমোদ পাচ্চি আমরা বেশ ;
নও ত তুমি সুখী চিরদিন,
কৌতুক-হাস্যে দিচ্চ তবু ছেয়ে ;
রসিক হওয়া দেখ্‌ছি সুকঠিন,
বিজ্ঞ কিম্বা অজ্ঞ হওয়ার চেয়ে।

২

হয়ত কোন মিলন-সমিতিতে,
মেলামেশা হ'চ্চে পরস্পরে ;
উথ্‌লে উঠ্‌লো কৌতুক তোমার চিতে,
রসিকতা কর্‌লে ব্যঙ্গ-ভরে ;
না বুঝে তা কোনও অর্ব্বাচীন,
তোমার কাছে ভাষ্য চাইলে তার ;
অম্‌নি তোমার আস্য বিমলিন,
দেখে তাহার ধৃষ্ট ব্যবহার।

৩

তর্ক করি' দার্শনিকের সঙ্গে,
হারালে তাঁয় দেখিয়ে যুক্তি-বল ;
বল্লেন তিনি হেসে একটু রঙ্গে,
কল্লেম শুধু তোমার সনে ছল।
হারিয়ে তাঁরে, তোমার হ'ল হারা,
হেরেও কিন্তু জিৎলেন দার্শনিক ;
পাঁচজনেতে বসেছিলেন যাঁরা,
তাঁরাও বুঝ্‌লেন তাঁহার কথাই ঠিক্।

৪

অঙ্গ-ভঙ্গী তোমার সন্নিকটে
দেখে মুগ্ধ, হ'লেন তোমার মিত্র ;
তুলে নিলেন আপন হৃদয়-পটে,
অবিকল সে রঙ্গ-রসের চিত্র।
জাহির কর্ত্তে তোমার গুণপনা,
করলেন তিনি রঙ্গ—তোমার সৃষ্ট ;
নিন্দা করলে, দেখে যত জনা,
আসল ভেবে,—নকল অপকৃষ্ট।

৫

গভীর চিন্তায়—ক্লান্ত তোমার দেহ,
অধীর চিত্ত—প্রিয়জনের শোকে ;
তোমার ব্যথা বুঝ্‌লে না ক কেহ
ভাব্‌লে—আছ নূতন রসের ঝোঁকে।
হেসে, তোমায় কর্‌লে নিমন্ত্রণ,
খাইয়ে তোমায়—দেখ্‌তে কৌতুকরাশি ;
মনে মনে হ'য়ে জ্বালাতন,
হাস্‌তে হ'ল তোমায় সাধা হাসি।

৬

গাইলে এম্নি প্রণয়-ইতিহাস,
যেন সেটা তোমার আত্মকথা ;
ব্যঙ্গে, শ্লেষে, কর্‌লে পরিহাস,
হতাশ প্রেমীর বিফল মর্ম্মব্যথা।
বিদ্যানিধি—বিজ্ঞ গম্ভীর মূর্ত্তি,
না বুঝে সেই রহস্যেরই ধারা,
প্রচার কর্লেন নাটক তোমার স্ফূর্ত্তি—
নির্ম্মম তুমি, কিম্বা আত্মহারা।

৭

কইছ তুমি, সহজ কথা সরস,
ভাব্‌ছে লোকে—রহস্যময় ঠাট্টা ;
যখন তুমি দিচ্ছ ঢেলে—পায়স,
ভাব্‌ছে বুঝি পেলেম এবার থাট্টা।
নির্ম্মল তুমি, চাঁদের মতন তুমি,
তোমার জ্যোতিঃ নিষ্কলঙ্ক রাকা,
সুধাসিক্ত করছ চিত্তভূমি,
তোমার চিত্ত উদার –নয় ক ঢাকা।

৮

বন্ধু, তোমার দীপ্ত প্রতিভায়,
আলোকিত হচ্চে বটে দেশ ;
ব্যঙ্গভরা তোমার রচনায়,
আমোদ-প্রমোদ পাচ্চি আমরা বেশ।
সুখের পায়রা নও ত চিরদিন,
কৌতুক হাস্যে দিচ্ছ তবু ছেয়ে ;
রসিক হওয়া দেখ্‌ছি সুকঠিন,
বিজ্ঞ কিম্বা অজ্ঞ হওয়ার চেয়ে।

নাপিত

অধ্যাপক 'রায়' ঢুকিলেন club-এ
মুখখানি চমৎকার ;—
গালেতে দাড়ীতে শোভিতেছে 'পটি'
অপরূপ অলঙ্কার।
সুধাল বিনোদ—"একি ! আপনার
গাল কেটে গেল কিসে ?"
রায় মহাশয় বলিলেন "ক্ষুরে" ;
শশী চেয়ে অনিমিষে—
কহিলা 'কেমন সে নাপিত বেটা ?'
কহে রায় মহামতি,—
"সাধারণ যত নাপিতের চেয়ে
তিনি যে পণ্ডিত অতি।—
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতায়
সোণার মেডেল পান ;
দুই ব্রাঞ্চে M. A. অক্সফোর্ডের পাশ,
বিজ্ঞানে অসীম জ্ঞান।"

বিস্ময়ে সবাই বলে, "হেন লোক
করে নাপিতের কাজ ?"
উত্তরিলা হেসে, অধ্যাপক রায়—
"নিজে কামায়েছি আজ ।"

গূঢ় মর্ম্ম

স্বামী

বসনে ভূষণে মুকুতা রতনে
সেজে কোনো বিধুমুখী—
খরচান্ত ছাড়া পেরেছে কি কভু
পতিরে করিতে সুখী ?

স্ত্রী

পতিরে তুষিতে কে পরে গহনা –
জান না কি সুখে পরে ?
মেয়ে মহলের পাঁচ জনে যাতে
দেখিয়া হিংসায় মরে ।

সুখী দম্পতী

প্রিয়াতে আমাতে দুজনে মিলিয়া
বড় সুখে আছি মোরা ;
ত্রিভুবন খুঁজে কখনও তুমি
পাবে না এমন জোড়া।

আমি ভালবাসি বনের ছায়ায়
কুটীরে করিতে বাস ;
তেতলা বাড়ীতে—সহরে থাকিতে
প্রেয়সীর অভিলাষ।

আমি ভালবাসি, নিরামিষ দিয়ে
খাইতে ভাত কি লুচি ;
প্রিয়ার আমার—পোলাও, কালিয়া,
মাছের মুড়োতে রুচি।

আমি চাই খোলা জানালা দুয়ার,
মলয়ে জুড়াতে প্রাণ ;
রুধি' ঘর দ্বার তাড়িত-পাখার
বাতাস—প্রেয়সী চান্।

দীপ না নিবায়ে শুইলে আমার
রাতে ঘুম নাহি হয়,
ঘরে আলো জ্বেলে না শুইলে প্রিয়া
দেখেন ভূতের ভয়!

আমি ভালবাসি ধুতি ও চাদর
সাদাসিদে পরিষ্কার ;
প্রিয়া ভালবাসে শুধু আভরণ
আপাদ মস্তকে তার।

আমি ভালবাসি দীনতার সনে
কাটাতে জীবন যত ;
প্রিয়া ভালবাসে গৌরবে বিলাসে
থাকিতে রাণীর মত।

প্রিয়া মোর—তপ্ত উজ্জ্বল দিবস,
আমি -- হিম-অমানিশি ;
আলোকে আঁধারে প্রজাপতি-বরে
আছি পরস্পরে মিশি

বিরহে উভয়ে করি আই-ঢাই,
যুগল মিলনে বাঁচি ;
দু'দিক্ হইতে মিলেছি দু'জনে
যেন একখানি কাঁচি।

প্রিয়াতে আমাতে দু'জনে মিলিয়া,
বড় সুখে আছি মোরা ;
ত্রিভুবন জুড়ে দেখগে খুঁজিয়া
পাবে না এমন জোড়া।

ফটো তোলা

"মুখে আনন্দের ভাব এলে 'ফটো' ভাল হয়—
আপন প্রিয়ার মুখ ভাবুন না মহাশয় !"
"তার কথা তুলো না ক, সে মরিলে খুসী হই,—"
"বেশ ত, ভাবুন তবে,—মরেছে সে এখনই।"

হরিষে বিষাদ

উস্কো খুস্কো কোঁকড়া চুলে কপালখানি ঘেরা ;
অযত্নে রচিত যেন—সিঁথীটি বেশ চেরা।
এমন একটি স্বভাব-বেশী অস্বাভাবিক কবি,
(চশমা-ঢাকা নয়ন জ্বলে—হার মেনে যায় রবি।)
চল্‌তে চল্‌তে ঢুক্‌লেন এসে 'বিশ্ব-প্রেমিক' প্রেসে,
চৈৎসংক্রান্তির সকাল বেলা—ঈষৎ মৃদু হেসে
সম্পাদককে প্রণাম করে' বস্‌লেন চেয়ার টানি ;
সম্পাদকও বল্লেন তাঁরে,—"আজকের কাগজখানি
দেখেছেন কি ? আপনার পদ্য হ'য়ে গেছে ছাপা।
জায়গাটাও পেয়েছিলেম একেবারে মাপা,
বিশেষ বড়ই চমৎকার যে এবারের এই পদ্য,
নইলে কি আর ছাপি ?"
হেসে বল্লেন কবি—"অদ্য
সুপ্রসন্ন ভাগ্য আমার—"
"হবেন কবিবর—
এম্‌নি লিখ্‌তে থাকেন যদি।" হাঁক্‌লেন অতঃপর

আমোদ

"হরে,আজকের কাগজ নে আয়।" কাগজ এনে হেসে,
দাঁড়ায় হরে খেয়াল-বশে কবির পৃষ্ঠদেশে।

টেবিলেতে ঝুঁকে কবি পড়ছেন কাগজ খানা;
সম্পাদকটি উঠে গেলেন— ব্যস্ত কাজে নানা।
ক্রমে পড়া হইল শেষ.— কবি হর্ষ-ভরে
উঠে দেখে,—হরে তাঁরে নমস্কার যে করে।

গম্ভীর হাসি হেসে কবি চল্লেন বাড়ী ফিরে--
—হেসে মাথা নোয়ায় কেন পথের লোকে ঘিরে?—
ভাব্‌লেন কবিতাটায় আছে নিশ্চয় মহৎ ভাব;
নৈলে কি আর এক দিনে হয় এত সম্মান লাভ?
আর কি, আমি হ'য়ে উঠ্‌লেম মস্ত কবিবর;
ভাব্‌তে ভাব্‌তে পুলকভরে এলেন আপন ঘর।

ঘরে এসে বল্লেন "প্রিয়ে, খবর চমৎকার,
দেখ না এই সংবাদ-পত্রে কবিতা আমার
সবে মাত্র বেরিয়েছে—আর দেশের লোকে যত
আমায় পথে মান্য করে' করলে মাথা নত।"

সে কথাতে কাণ না দিয়ে কবি-প্রিয়া হেসে
বল্লেন,—"তোমার মতন পাগল আছে কি আর দেশে?
'কোটে'র পিছে কে দিয়েছে এমন বিজ্ঞাপন—
বুড়মিন্‌ষেয় কে সাজালে আজ গাজনের সং?—"
বলে' 'কোট'টা খুলে নিয়ে দেখায় কবিবরে।
কবি তখন হতাশ-ভাবে অবাক্ হ'য়ে পড়ে ঃ—

গাজনের সঙ্ হনু—
আমি কপিবর;
আমার সমুখে তোরা
মাথা নীচু কর।

ভেঙ্গে গেল কবির স্বপ্ন—পড়্‌ল মাথায় বাজ!
আর কিছু না, বুঝা গেছে—হরে ছোঁড়ার কাজ।

হাসির কবিতা

বন্ধুর মম বড় অনুরোধ
হাসির কবিতা চাই ;
কাজেই আমিও লিখিতে বসিনু,
নহিলে এড়ান নাই ।

লিখিতে বসিয়া যত লিখি আমি
তত হই হেসে সারা ;
তবু হেসে হেসে করিলাম শেষ,
কবিতা রসের ধারা ।

আসিলে বন্ধু দিলাম তাঁহার
করে সে হাসির পদ্য,
বসিয়া বন্ধু আরাম-চেয়ারে
পড়িতে লাগিল সদ্য ।

সেই পীনাঙ্গ বন্ধুটি মম
প্রথম পংক্তি পড়ি'—
ফিক্ ফিক্ করে' হাসিয়া ফেলিল
অধর-ওষ্ঠ ভরি' ।

তার পর যত পড়িতে লাগিল
তত গেল হাসি বেড়ে—
হাসি আকর্ণ হ'ল বিস্তৃত
অধর প্রান্ত ছেড়ে।

হো হো করে' হাসে—গলা ফুলে উঠি'
ছিঁড়িল 'কলার' তার ;
হাহা হাহা হাহা—হাস্য-লহরী
ভুঁড়ি ঠেলে তোলপাড়।

সে ঠেলায় ছোটে 'কোটে'র বোতাম
ছিড়ে পট্ পট্ করি' ;
আরাম-চেয়ার ভেঙ্গে চুরমার
মাথা ভূমে গড়াগড়ি।

তবু, তবু হাসে—হাসে আর কাসে,
থামে না হাসির তোড় ;
সে দেখে আমিও হেসে হেসে খুন,
একি কবিতার জোর !

হেসে, হেঁচে, কেসে, ক্রমে বন্ধুর
অবশ সে দেহ-ভার ;
হাসির কবিতা লিখিত কাগজ
ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার।

লিখিব না আর এমন কবিতা,
বাপ্, কি হাসির রোল !
তোমরা কি শেষে, হেসে হেঁচে কেসে
বাধাইবে গণ্ডগোল।

হাসি

হাস্‌তে যদি জান না ক হাস্‌তে শেখ তবে ;
হাস্‌তে যদি শিখে থাক, হাস উচ্চ রবে।
মানুষের যে সুকৃতির ফল—দুঃখের মাঝে হাসি ,
হাসি মুখটি দেখ্‌তে আমরা তাই ত ভালবাসি।

শেষ কথা

"খান কত ছবি, দিয়ে বই খানা, না ছাপালে এই যুগে
হ'বে কি আমোদ ?—"

"তুমিও কি, নাথ, মজে গেলে এ হুজুগে ?
এ কথা বলিতে হ'ল না সরম, কবির এ রুচি ধন্য ;
হ'তে চাও শেষে, চিত্রকরের চরণে শরণাপন্ন ?
কবি যা লিখিবে, ফুটিবে তাহাই, স্বতঃই মানসপটে ;
সে কবির লেখা, ছবিতে বুঝাবে—বুদ্ধি কি নাহি ঘটে ?
এ মোহ তোমার, কর পরিহার, ছিছি লাজে মরি আমি,
সে অর্থে যদি আমারে সাজাও – মহিমা বাড়িবে স্বামী।"

"ঠিক্ বলিয়াছ—আমোদে মাতিয়া হারাতেছিলাম জ্ঞান,
দিলে যে চেতনা—এতেই তোমার বাড়িল মহিমা মান।"

সমাপ্ত।

অভিমত

চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মিলনীর ষষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে বলিয়াছেন,—

এই সময়ে শ্রীযুক্ত রসময় লাহার **পুষ্পাঞ্জলি, আরাম, ও ছাইভস্মের** উল্লেখ করি। ছাইভস্মের পরিহাস কবিতাদি বেশ সুন্দর। বাঙ্গালায় পরিহাস রস শুকাইয়া যাইতেছে, রসময় রস রক্ষা করিলে আমরা চরিতার্থ হইব—তাঁহার নাম সার্থক হইবে। বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১৩১৯।



